আলোচ্য প্রবন্ধে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে আমদের দেশের সিক্ষা ব্যবস্থ ততোটা ভালো না যতোটা ভালো বিশ্বের বড় বড় দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা। তিনি বিশ্বের ভালো ভালো দেশের সাথে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার তুলনা করেছেন। এদেশের বাংলা সাহিত্যে নানান অভাব তিনি লক্ষ্য করেছেন। দর্শন, বিজ্ঞান এবং বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় বাংলা সাহিত্যে তেমন একটা প্রকাশ হয় নাই। এইসব বিষয়ের উপর শিক্ষা নিতে হলে বিদেশী ভাষার শিক্ষার প্রয়োজন হয়। পৃথিবীর সাধারণ পুস্তককে পাঠ্যপুস্তক এবং অপাঠ্যপুস্তক এই দুই ভাগে ভগ করেছেন তিনি। টেক্সটবুক কমিটি দ্বারা যেসকল বই তৈরী করা হয় ঐসব বই অপাঠ্যপুস্তক শ্রেণিভুক্ত। এই টেক্সটবুক কমিটি দ্বারা অনেক কাজ হয়েছে, কিন্তু এদেশের সাহিত্য সম্পর্কিত কাজ সম্পন্ন হতে দেখন নি তিনি। তিনি একটি উদাহরণ হিসেবে বলেছেন, মেশিনে আখ দিলে আসা ফল হিসেবে আখরস কেউ আশা করে না বরং; সবাই চিনি আসা করে। ঠিক তেমনি আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে ৩০ বছরের মানুষেরা শিশুসুলভ আচরণ করে যা কারোরই কাম্য নয়। এছাড়াও আরো অনেক আবনতি এবং নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধে ফুটে উঠেছে।